ঝিনাইদহে বাড়ছে ঝুকিঁপূর্ণ তামাক চাষ

ঝিনাইদহে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে স্বাস্থ্যঝুকি পূর্ণ তামাক চাষ। তামাক চাষিদের সাথে প্রতিযোগিতায় গিয়ে প্রর্যাপ্ত সার পাচ্ছেন না পেঁয়াজ চাষিরা। জেলার শৈলকুপা ও হরিণাকুণ্ডুতে পেঁয়াজ ও অন্যান্য চাষিরা সার সংকটের অভিযোগ করেছেন।

অন্যান্য ফসলের তুলনায় বেশি লাভজনক হওয়াই প্রতিবছর সর্বনাশা তামাক চাষে আগ্রহী হচ্ছে এই অঞ্চলের চাষিরা। তামাকজাত পণ্যে বেশি ভ্যাট আরোপ ও বিজ্ঞাপনে নিষেধাজ্ঞা দিলেও তামাক চাষে কৃষকদের নিরুৎসাহীত করা যাচ্ছে না। ফলে কমে যাচ্ছে খাদ্যজাত, ডাল ও মসলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন। বিগত ৪ বছরে জেলায় তামাক চাষ বেড়েছে প্রায় দ্বিগুন।

জেলার শহরতলীতে ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোব্যাকোর তামাক ক্রয় কেন্দ্র থাকায় হাতের কাছে একটি নিশ্চিত বাজার তৈরি হয়েছে। সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগ ও মনিটরিং নেই বলেই বেশি লাভের আশায় কৃষক তামাক চাষে ঝুকছে এমন অভিযোগ সচেতন মহলের। তামাকের বেশি ফলন পেতে অতিরিক্ত সারের ব্যবহারে জেলার বিভিন্ন জায়গায় সারের সংকট দেখা দিয়েছে। জেলার ৬টি উপজেলায় কম-বেশি তামাক চাষ হলেও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা, শৈলকুপা, সদর ও মহেশপুরে বেশি হয়।

ঝিনাইদহ কৃষি বিভাগ বলছে, ব্রিটিশ-অ্যামেরিকান টোব্যাকো, জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনালসহ অন্যান্য তামাক বাজারজাতকারী কোম্পানিগুলো চাষিদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করছে। তারা তামাকের চারা রোপণ থেকে শুরু করে সার-কীটনাশক কেনার জন্য কৃষকদের অগ্রিম টাকা প্রদান করে ও উৎপাদিত তামাক কেনার নিশ্চয়তা দেয়। এই কারণে খাদ্যজাতীয় ফসল বাদ দিয়ে এই অঞ্চলের কৃষকরা তামাক চাষের দিকে ঝুকছে। ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংগৃহীত তথ্যমতে, জেলায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৬০ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়। পরের বছর ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৫১ হেক্টর জমিতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৯৩ হেক্টর ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২২৪ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জেলার মহেশপুর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি ৮৪ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত হরিণাকুণ্ডু উপজেলাতে ১২৪ হেক্টর, ১০২ ও এবছর

সর্বচ্চো ১৫৫ হেক্টর জমিতে তামাকের চাষ করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শরীফ মোহাম্মদ তিতুমীর বলেন, উপজেলায় সবচেয়ে বেশি চাঁদপুর ইউনিয়নে তামাক চাষ করা হয়েছে। তামাক চাষিরা তামাক বাজারজাতকারী কোম্পানির নিকট থেকে অগ্রিম আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে। একারণে চাষিরা তামাক চাষে ঝুকছে। তামাক চাষিদের চাহিদার কারণে অন্যান্য চাষিরা চাহিদা অনুযায়ী সার পাচ্ছে না। ফলে অন্যান্য ফসলের আবাদ ব্যহত হচ্ছে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার উদয়পুরের তামাক চাষি বিপ্লব বলেন, আলু-পেয়াজ চাষ করলে বাজারে কতদামে বিক্রি হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু তামাক চাষ করলে দেশে যুদ্ধ বাধুক বা দুর্ভীক্ষ হোক বিঘা প্রতি ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা লাভ দেয় কোম্পানি। একারণে তামাক চাষ করা। তিনি বলেন, গতবছর আমার ১০ বিঘা জমিতে তামাকের চাষ ছিল, এবছরও ১০ বিঘা করেছি।
খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, এক বিঘা জমিতে ৫০০-৬০০ কেজি তামাক উৎপাদন হয়। গতবছর কোম্পানি ২২৬ টাকা দরে প্রতিকেজি তামাক কেনে কৃষকের কাছ থেকে। উৎপাদিত তামাকের বিক্রি নিয়ে কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না। তামাকের বাজার স্থীর। কোম্পানিই কৃষকের কাছ থেকে সব তামাক কিনে নেয়। তামাক চাষে নিশ্চিৎ লাভ দেখে কৃষকরা অন্যান্য ফসল বাদ দিয়ে তামাক চাষে আগ্রহী হচ্ছে।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বড়-ভাদড়া গ্রামের কৃষক লিটন মোল্লা বলেন, এবছর এক বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছিলাম কিন্তু পরিপক্ক করে ক্ষেত থেকে তুলে বাজারে নিয়ে গিয়ে যে দামে বিক্রি করেছি তাতে বীজের দামই ওঠেনি। পানের বরজ আছে। বাকি টাকায় সার-কিনতে গেলে সারের ডিলাররা আমাদেরকে দিচ্ছে না। তামাক চাষিরা নগদ টাকায় সার কিনে ক্ষেতে দিচ্ছে। তামাকের ক্ষেতে সার লাগে বেশি। যেকারণে আমাদের ইউনিয়নে ঢ্যাপ সারের সংকট দেখা দিয়েছে।

সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে কাজ করা এনজিও পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ হাবিবুর রহমান বলেন, তামাক চাষিদের বাজারের একটা নিশ্চয়তা রয়েছে যা অন্যান্য ফসল চাষিদের বেলায় নেই। তামাক চাষিদের কোম্পানি থেকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করা হয় কিন্তু অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া খুব কষ্টের বিষয়। অন্যান্য ফসলের বাজারের অনিশ্চয়তা থেকেই মানুষ তামাক চাষে আগ্রহী হচ্ছে। তাছাড়া সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক প্রয়োগ ও মনিটরিং করেনা। কৃষি বিভাগও চাষের সঠিক পরিমাণ

প্রকাশ না করে গোপন রাখে। তামাক যে একটি ক্ষতিকারক আবাদ এটা কৃষকরা জানেই না। যেকারণে তারাও নির্দিধায় চাষ করে যাচ্ছে। সরকার তৎপর হলেই ক্যাবল তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ও জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্য কৃষিবিদ ষষ্টি চন্দ্র রায় বলেন, আমরা তামাক চাষিদের বিকল্প ফসল চাষে উৎসাহিত করছি। তামাক কোম্পানিগুলো চাষিদের অগ্রিম অর্থ দেয় বলে জেনেছি। সরকার তামাক চাষ নিষিদ্ধ করেনি। কিন্তু আমরা নিয়মিত বিকল্প চাষে কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছি। আশা করা যায় আগামীতে তামাক চাষ এই জেলায় কম হবে।

অপারেশন ডেভিল হান্ট, ঝিনাইদহে দুদিনে গ্রেপ্তার ৯

ঝিনাইদহে অপারেশন ডেভিল হান্টে গত দু’দিনে ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ভোররাতে জেলার মহেশপুরে অভিযান চালিয়ে সালমান শাহ, তোয়ায়েল ও রওশন এবং হরিণকুন্ডু থেকে ইসমাইল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়।

এছাড়া গতকাল মঙ্গলবার (১১ ফেব্রুয়ারি) ভোরে জেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫জনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃত ৫ জন প্রত্যেকেই তৃণমূল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী বলে জানান পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামের শেখ কামাল হোসেন, কালীগঞ্জ উপজেলার খড়িডাঙ্গা গ্রামের আতাউর রহমান, কৃষ্ণপুর গ্রামের আরিফুল ইসলাম, মহেশপুর উপজেলার সেবানন্দপুর গ্রামের রওশন আলী এবং কেশবপুর গ্রামের তোফাজ্জেল হোসেন। ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকায়িা জানান, অপারেশন ডেভিল হান্টে গ্রেপ্তারকৃতরা সবাই স্থানীয় ছাত্র লীগ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী।

তাদের বিরুদ্ধে নাশকতাসহ বিভিন্ন ধরণের মামলা রয়েছে বলে জানান তিনি। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদেরকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলেও

জানান।

এদিকে ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা যায় সরকার ঘোষিত অপারেশন ডেবিল হান্টের কারণে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও তাদের পরিবারের মাঝে আতংক বিরাজ করছে। শহর কিংবা গ্রাম সব জায়গায় এখন গ্রেপ্তার আতঙ্ক। পদ পদবিধারী নেতাকর্মীরা ইতিমধ্যে সবাই ঘরবাড়ি ছেড়ে গাঢাকা দিয়েছে।

ঝিনাইদহে ফ্রি ফিজিওথেরাপি ক্যাম্প ও উপকরণ বিতরণ

ঝিনাইদহে অসহায় দুস্থ রোগীদের জন্য ফ্রি ফিজিওথেরাপি ক্যাম্প ও তাদের মাঝে উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। আশার প্রতিষ্ঠাতা সফিকুল হক চৌধুরীর ৪র্থ মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে বুধবার সকালে শহরের আরাপপুরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আশার রিজিওনাল ম্যানেজার কাজী ফজলুল হক’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুল হাই সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা রিসোর্স অফিসার এস এম আব্দুল জব্বার।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আশার ফিজিওথেরাপিষ্ট তাছনিম ইসলাম ইলা। এ আয়োজনে জেলার বিভিন্ন এলাকার ২ শতাধিক অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অসক্ষম ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি সেবা দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

আয়োজকরা জানায়, ঝিনাইদহসহ আশপাশের অঞ্চলে শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন এমন মানুষদের সহায়তা করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সুবিধাভোগীরা এমন সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে আরও এমন আয়োজনের আহ্বান জানান। আলোচনা সভা শেষে আশার প্রতিষ্ঠাতা সফিকুল হক চৌধুরীর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহে তিন চেয়ারম্যানের জামিন না মঞ্জুর, জেল হাজতে প্রেরণ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৩ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের জামিন না মঞ্জুর করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সোমবার (১০ জানুয়ারী) সকালে ঝিনাইদহ আমলী আদালতে হাজির হলে বিচারক তাদের জামিন না মঞ্জুর করে আদালতে প্রেরণের আদেশ দেন।

গত ৪ আগষ্ট ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি অফিস ও জেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট এমএ মজিদের বাড়িতে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের মামলায় ১নং সাধুহাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দিন, ৫নং কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম ও ১০নং হরিশঙ্করপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল মাসুম ১০ ফেব্রুয়ারী আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের এই আদেশ দেয়।

ঝিনাইদহে শিক্ষক-কর্মচারীদের মানববন্ধন

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারী) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে “সম্মিলিত নন এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ”এ কর্মসূচীর আয়োজন করে। এতে

ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির জেলা ও উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দসহ নন এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীরা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি মামুনুর রশীদ, সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি গণেশ চন্দ্র বিশ্বাস, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক জুলফিকার আলী, সদর উপজেলা সভাপতি রিয়াজুল করিমসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, দেশের সকল নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একসাথে এমপিও ভুক্ত করার দাবী জানান। এ দাবী মানা না হলে আগামীতে অনশনসহ কঠোর কর্মসূচীর হুশিয়ার দেন তারা।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে সবুজ বেষ্টনীতে ২৫ কিলোমিটার সড়ক

ঝিনাইদহের মহেশপুরে উপকারভোগীদের ২৫ কিলোমিটার সড়কে লাগানো গাছ এখন পরিণত হয়েছে সবুজ বেষ্টনীতে। গাছগুলো একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করছে অন্যদিকে অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান করবেন উপকারভোগীদের। এ ধরনের বাগান কোটচাঁদপুরেও সৃজন করা হবে বলে জানিয়েছেন বনকর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম।

মহেশপুরের কোলা গ্রামের উপকারভোগী সিরাজুল ইসলাম বলেন,উপজেলার বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়নের বালিনগর করতোয়া খালের দুইপাড় ও কোলা সুইজ গেট হতে কুল্লাপাড়া ব্রীজ হয়ে নাড়াপোতা পর্যন্ত (সিডলিং) সংযোগ সড়ক বাগান সৃজন করা হয়েছে। গেল ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পরিচালন ব্যয় খাতের আওতায় এ বাগান করা হয়।

২৫ কিলোমিটার এ বাগানে ২৫ হাজার টি বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপন করা হয়। যার রয়েছে চিকরাশি, সম্পদলাদলি, শিশু, জারুল, অর্জুন, আমলকি, পেয়ারা, লেবু, কাঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া, সোনালু, ইপিলইপিল, নিম।

তিনি বলেন, এ বাগানে ১৫৬ জন উপকারভোগী রয়েছে। যার মধ্যে ২৮ জন

নারী ও ১২৬ জন পুরুষ সদস্য আছে। তারা মেয়াদপূর্তিতে লাভবান হবেন আর্থিক ভাবে। এ জন্য সবাই খুব যত্ন সহকারী বাগানটি পরিচর্যা ও দেখা শোনা করেন। আর সে কারনেই গেল দুই বছরেই বাগানটি সবুজ বেষ্টনীতে পরিণত হয়েছে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর বনবিভাগের বন কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, ২০২১-২২ সালে বাগানটি করা হয়। সামাজিক বনায়ন নীতিমালার আলোকে যা করা হয়েছে। ওই বাগানের আবর্তকাল ১০ বছর। আবর্তকাল উত্তীণ হলে বাগানের গাছ বিক্রয় পূর্বক বিক্রয়লদ্ধ অর্থের ৫৫% শেয়ার উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে সমভাবে প্রদান করা হবে। এছাড়া গাছ রোপনের অনুমতি প্রদানকারী ভূমির মালিক ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ তাদের শেয়ার পাবেন।

তিনি বলেন, যশোর সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা, সহকারী বন সংরক্ষক,ভারগ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ফরেস্টারগণ ও অন্যান্য বন কর্মচারীগন পরিদর্শন করেন বাগানটি। এতে সংরক্ষন ব্যবস্থা জোরাদার রেখেছেন উপকারভোগীরা। বর্তমানে বালিনগর খালের পাড়ের সৃজিত বাগানটি এলাকায় দৃষ্টিনন্দন পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। উন্নত হয়েছে এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ।
এ কারনে স্থানীয় লোকজন ফলসের জমিতে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেন। বাগানের গাছে বাসা করেছেন বিভিন্ন প্রজাতির পাখ-পাখালি। তাদের কলরবে মুখরিত হয়ে উঠে ওই এলাকা। ইতোমধ্যে বাগানটি দেখতে বালিনগর এলাকায় প্রতিদিন বিকালে ও ছুটির দিনে অনেক লোকজনের সমাগম হয়।

আগামীতে এ ধরনের বাগান আরো সৃজন করা হবে এ উপজেলায়। এ ছাড়া কোটচাঁদপুর উপজেলাতেও এ ধরনের বাগান করা হবে। এতে করে ওই এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করেন ওই কর্মকর্তা।

ঝিনাইদহে নারী উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঝিনাইদহে গ্রামীণ পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে তথ্য আপা প্রকল্প (২য়)। কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য আপা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) শাহনাজ বেগম নীনা। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) এস এম নাজিমুল ইসলাম।

উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলার তথ্যসেবা কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা, সদরের হিরা খাতুন, শৈলকুপার ইন্দিনা কাদির, মহেশপুরের আয়েশা খাতুন, কালীগঞ্জের পপি রানী রায়, হরিণাকুন্ডুর শামীম আক্তার, সদরের তথ্যসেবা সহকারী মাহমুদা রহমান ও সনজিতা রহমান।

কর্মশালায় ঝিনাইদহের ৬টি উপজেলার অর্ধশত নারী উদ্যোক্তা অংশ নেন। দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে ই-কমার্সের গুরুত্ব, লালসালু ডট কম প্ল্যাটফর্মের কার্যক্রম এবং ডিজিটাল ব্যবসার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, অনলাইন মার্কেটপ্লেসে ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং ডিজিটাল উদ্যোক্তা হিসেবে সফল হওয়ার কৌশল নিয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

আয়োজকরা আশা করেন, এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা নারী উদ্যোক্তাদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করবে এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাদের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা উন্মোচন করবে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০ টায় জেলা বিএনপির কার্যালয়ে সদর উপজেলা বিএনপির মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা। সভাপতিত্ব করেন সদও উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডঃ কামাল আজাদ পান্নু।

মিটিং পরিচালোনা করেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাবেক চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন আলম।

আরো উপস্থিত ছিলেন সদর থানা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জর্দার, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম, আলাউদ্দিন আল মামুন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক জাহাঙ্গীর হোসেন , প্রচার সম্পাদক এম আক্তার মুকুল, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম ফিরোজ, সহ-সভাপতি বিল্লাল হোসেন, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক প্রভাষক আব্দুল খালেক, উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক তৈফিকুর রহমানসহ ঝিনাইদহ সদর ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, সিনিয়র সহসভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক বৃন্দ।

প্রধান অতিথি প্রতিটি ইউনিয়নের সাংগঠনিক কার্যক্রম বৃদ্ধি ও আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নাগরিকরা একই সমস্যা ভোগ

করেন-সৈয়দ আহাম্মেদ

পাকিস্তানের হাই কমিশনার সৈয়দ আহাম্মেদ মারুফ বলেছেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আপনাদের মত জনগণ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং আপনারাই দেশ দুটির চলিকাশক্তি। সবচেয়ে মজার বিষয় আপনারা যে সমস্যায় ভোগেন ঠিক পাকিস্তানের নাগরিকরাও সেই সমস্যা ভোগ করেন।

তিনি আরো বলেন বাংলাদেশের দরিদ্র খামারিদের জন্য উন্নত জাতের শাহী ওয়াল গাভীর পাশাপাশি ভেড়া ও ছাগল দিতে প্রস্তুত রয়েছে। এতে বাংলাদেশের খামারিদের জীবনমান আরও সমৃদ্ধ হবে।

পাকিস্তানের হাই কমিশনার বুধবার ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার হরিহারা প্রাইমারি স্কুল মাঠে প্রান্তিক খামারীদের এক সমাবেশে বক্তৃতা দানকাল এ কথা বলেন। তবে পাকিস্তান মাংস ও দুধ উৎপাদনে বেশ এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশের হতদরিদ্র খামারিদের জন্য স্থান উন্নত জাতের গবাদি পশু দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দ্রুত একটি প্রস্তাবনা তিনি আশা করেন। তিনি বলেন, প্রাণী সম্পদ উপদেষ্টার দপ্তর থেকে একটি প্রস্তাবনা ইসলামাবাদে পাঠানো হলে বাংলাদেশী জনগণের জন্য উন্নত জাতের গবাদিপশু দ্রুত পাঠানো সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে যারা নিহত হয়েছে তাদের পরিবারকে সহযোগীতা ও আহতদের পুর্নবাসনের জন্য আলাদা অধিদপ্তর করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রনালয়ের অধিনে এ অধিদপ্তরটিতে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাদের সহযোগীতা করা হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান, ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, এলডিডিপির প্রকল্প পরিচালক ড. জসিম উদ্দিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের সাবেক ডীন ড. আমিনুল হক, জেলা প্রাণিসস্পদ অফিসার ডা: এ,এস,এম আতিকুজ্জামান, তিস্তা নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি ফরিদুল ইসলাম ও শৈলকূপা সম্মিলিত খামারি পরিষদের মুখপাত্র হুমায়ন কবির বাবর ও শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে শৈলকুপা উপজেলার বিশিষ্ট নাগরিক, রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন পর্যায়ের ৭২০ জন খামারি উপস্থিত ছিলেন।